IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

চীন ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল: ভারত ও ASEAN-এর সাথে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভারসাম্য রক্ষার কৌশল

এরহাম সেখ,
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ: এই একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক পরিসরে রাষ্ট্রগুলি বেশী মাত্রাই নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে ভূখণ্ড এবং সামুদ্রিক সীমানায় রাজনৈতিক, কূটনৈতিক নীতির দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্দিষ্টভাবে রয়েছে এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনও রয়েছে, তবুও রাষ্ট্রগুলি তাদের ভবিষ্যৎ সম্পদ সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার কারণে অবৈধভাবে ভূখণ্ড অধিকার করা ও ঐতিহাসিক কারণ দেখিয়ে ভূখণ্ডের মালিকানার আবেদন করা এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। এইরকমই ভূখণ্ড জনিত এবং সামুদ্রিক পরিসর নিয়ে ভারত তার ভারত মহাসাগরের পরিসর এবং ASEAN দেশগুলি দক্ষিণ-পূর্বের সামুদ্রিক পরিসরে চীনের যে অবৈধ হস্তক্ষেপমূলক কাজকর্ম, আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘন এবং আগ্রাসন ও ভীতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে, তবে এই অঞ্চলে চিনের নীতিগুলি ১৯৯০-এর দশক থেকেই পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এরকম চীনের আগ্রাসন নীতি ও প্রভাব বিস্তারের নীতির মোকাবিলায় ভারত ও ASEAN দেশগুলি সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করছে এবং কি কি ভূমিকা গ্রহণ করছে তা অন্বেষণ করাই হল উক্ত গবেষণা নিবন্ধটির মূল লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: ASEAN, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, চীন, Maritime Strategy, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি জিনিস অতি প্রাধান্য পেয়েছে, তার মধ্যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, যেকোনো বিষয়ে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তার প্রয়াস ও সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও উন্নয়ন না হলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই রকমই সংকল্পকে সামনে রেখে ভারত মহাসাগরে এশিয়ার একটি দেশ চীন আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের আশেপাশের দেশগুলির সাথে বাণিজ্য স্বার্থপূরণে এবং আমদানি-রপ্তানি ও সুযোগ-সুবিধার কারণে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে আগ্রাসন ও প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছে (e.g. String of Pearls)। এবং নানান কৌশল (e.g. Debt Trap Diplomacy) ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ASEAN অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এলাকায় অবৈধভাবে কাজকর্ম করার প্রয়াস আজও অবিরত রয়েছে । এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত-ASEAN ২০১২ সালে 'India-ASEAN Strategic Partnership' চুক্তি এবং 2022 সালে 'India-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership' চুক্তির দ্বারা ভারত মহাসাগরের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস হয়েছে। এছাড়াও ভারত মহাসাগর বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক

জলপথ অঞ্চল বলে প্রায় দেশ ও সংগঠন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরাপত্তা প্রদানে, যেমন আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং IORA, QUAD, BIMSTEC, IONS ও অন্যান্যদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

চীন ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল: প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা

চীন ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হওয়ার কারণ হল তার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করা। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এর মাধ্যমে সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চায়। ভারত মহাসাগর চীনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সড়ক পথ, যেখান দিয়ে তার বেশিরভাগ তেল আমদানি হয়। চীনের লক্ষ্য হল ভারত মহাসাগরে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো এবং কৌশলগত বন্দরগুলোতে প্রবেশাধিকার পাওয়া। এর মাধ্যমে সে তার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে এবং ভারতের প্রভাব কমাতে পারবে। চীনের এই উদ্যোগকে ভারত তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। চীনের এই পদক্ষেপ ভারত মহাসাগরে একটি নতুন কৌশলগত প্রতিযোগিতার সূচনা করেছে, যেখানে ভারত, আমেরিকা, ও জাপান চীনের প্রভাব ঠেকাতে একত্রিতও হয়েছে।

চীন ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তার করছে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপের মাধ্যমে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এর অংশ হিসেবে তারা পাকিস্তানের গদর বন্দর, মিয়ানমারের কিয়াকফিউ বন্দর এবং শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরে বিনিয়োগ করেছে। এই বন্দরগুলো চীনের নৌবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে কাজ করছে। চীন ও পাকিস্তান, মিয়ানমার, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করেছে, যা তাদের নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করছে। এছাড়াও, চীন ভারত মহাসাগরে নৌমহড়া এবং যৌথ সামরিক অনুশীলন করছে। চীনের এই পদক্ষেপ ভারত মহাসাগরে তাদের প্রভাব বিস্তারকে শক্তিশালী করছে, যা আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। ভারত, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশগুলো চীনের এই প্রভাব ঠেকাতে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে লেখক Tarun chhabra, Rush Doshi, Ryan Hass, Emilie Kimball, তাদের সম্পাদিত “Global China: Assessing China's growing role in the world” শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে চীন এখন আর শুধুমাত্র একটি উদীয়মান শক্তি নয়, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে চীন সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী কর্মকর্তা। এখানে বিশ্বশক্তি হিসাবে চীনের ভূমিকার প্রভাবের একটি বিস্তর মূল্যায়ন প্রদান করেছেন। এছাড়া আমেরিকার নীতি ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার জন্যই চীনের নতুন যে প্রভাবকে মোকাবিলা করার জন্য উক্ত পন্ডিতগণ গ্রন্থ প্রকল্পটি রচনা করেছেন, যাতে চীনের আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে উচ্চআকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থ বোঝার জন্য নীতি নির্ধারক ও জনসাধারণকে তথ্য ও গভীর অন্তদৃষ্টি প্রদান করতে উদ্যত হয়। এবং উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে চীনের লক্ষ্যগুলির মধ্যে চীনের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিবর্তন, মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, ক্রিটিকাল প্রযুক্তির উত্থান, এশিয়ার নিরাপত্তা, এশিয়ার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে চীনের প্রভাব, এবং বিশ্ব শাসন ও নিয়মের উপর চীনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

চীন ও ভারত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশ: প্রভাবিত হওয়ার কারণ ও প্রভাবীকরণের কৌশল

ভারত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো চীনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণ হল চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত পদক্ষেপ। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এর মাধ্যমে সে এই দেশগুলোতে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে চলেছে, যেমন পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর, এবং মিয়ানমারের কিয়াকফিউ বন্দর ইত্যাদি। এই দেশগুলো চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, কিন্তু বিনিময়ে চীন তাদের বন্দর এবং অন্যান্য কৌশলগত স্থানে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এছাড়াও, চীন এই দেশগুলোকে সামরিক সহায়তা এবং অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে, যা তাদের সাথে চীনের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করছে। ফলে, এই দেশগুলো চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাবের অধীনে চলে যাচ্ছে, যা আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। ভারত, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশগুলো চীনের এই প্রভাব ঠেকাতে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব বিস্তারের কারণে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চীন ভারত মহাসাগরে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং কৌশলগত বন্দরগুলোতে বিনিয়োগ করছে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি

হিসেবে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য যে Syed Sabreena Bukhari তার "Decoding China's ambitions in the Indian Ocean: Analysis and implications for India" নিবন্ধে ভারত মহাসাগরের চীনের পরিবর্তিত নীতির কথা আলোচনা করেন। চীনের যে ভারত মহাসাগরে কি মনোবাসনা রয়েছে এবং ভারত ও চীন উভয় ভারত মহাসাগরে তার প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলিকে কৌশলগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃতি করতে সচেষ্ট হচ্ছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এবং চীন যে ভারতের প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলিকে নজর না দিয়ে সামুদ্রিক শক্তিকে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংঘর্ষের ও নিরাপত্তার ভারসাম্যহীনতায় পরিণত করেছে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। ভারত মহাসাগার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমালোচক Gopal Suri তার Vivekananda Institution Foundation থেকে প্রকাশিত "China's Expanding Military Maritime Footprints in the Indian Ocean region(IOR): Indian's Response গ্রন্থে বর্ণনা করেন চীনের ভারত মহাসাগরে 'নিয়ন্ত্রণের স্বত্ব'(Control Position) রাখার যে ধারণা, চীনের গৃহীত ও সক্রিয় পদ্ধতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। চীন যে পরিকল্পনাগুলি অবলম্বন করেছে তার রূপরেখা ব্যাখ্যা করেছেন যা ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এবং ভারত উপমহাদেশীয়দের স্বার্থ রক্ষায় একটি মূল্যবান তথ্য বহন করেছে।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন তাদের কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক উপস্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। চীন অবকাঠামো উন্নয়নের নামে পাকিস্তান (গদর বন্দর), শ্রীলঙ্কা (হাম্বানটোটা বন্দর) এবং মিয়ানমারে বিশাল বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে এই দেশগুলো চীনের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অনেক সমালোচক মনে করেন, চীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বড় অংকের ঋণ দিয়ে পরবর্তীতে তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কৌশলগত সম্পদ দখল করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া এর বড় উদাহরণ। ভারত মহাসাগরের চারপাশের বিভিন্ন বন্দরে প্রবেশাধিকার এবং ঘাঁটি তৈরির মাধ্যমে চীন ভারতকে ঘিরে ফেলার একটি সামরিক বলয় তৈরি করার চেষ্টা করেছে। জিবুতিতে চীনের প্রথম বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি এর একটি অংশ। চীন মালদ্বীপ ও সেশেলসের মতো দেশগুলোর সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের চিরাচরিত প্রভাবকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। চীনের এই বিশাল বিনিয়োগ এবং উপস্থিতি ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতিতে গতি আনলেও, দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে বড় ধরনের উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। লেখক Joshi T. White তার "China's Indian Ocean ambitions: Investment, Influence and Military Advantage", The Brookings Institution Press থেকে প্রকাশিত নিবন্ধে আলোচনা করেন যে চীন কিভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্য দেশের বন্দরের উন্নতিকরণ, বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি দ্বারা কূটনৈতিক, কৌশল ও ঋণ ফাঁদের(Debt Trap Diplomacy) মাধ্যমে সামরিক সুবিধা তৈরি করছে এবং এর মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের চীন প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। চিনের মুক্তোর মালা নীতি সম্পর্কে গবেষক Ijaj Khalid, Shaukat, Azka Gul "Indian Response to Chinese string of Pearls Doctrine", Global Political Review-তে প্রকাশিত নিবন্ধে আলোচনা করেন যে চীন দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কূটনৈতিক ও কৌশলের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরকে প্রভাবিত করার যে 'String of Pearls' তত্ত্ব গঠন করেছে তা ভারতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত চিন্তার বিষয়। ভারত চীনের এই মতবাদের মোকাবিলায় যেসব ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া Saurav Jha তার The Diplomat সংবাদপত্রে প্রকাশিত "The Bay of Bengal Naval Arms Race" নিবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন ভারত ও চীন ভারত মহাসাগরে ক্ষমতা ভারসাম্য রক্ষার্থে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সাথে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ও সংস্কারের জন্য দুই দেশ আলাদা আলাদাভাবে দুই দেশের সাথে সহযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং Gregory B. Polling Centre for Strategic and International Studies থেকে প্রকাশিত "Kyaukpyu: Connecting china to the Indian Ocean" নিবন্ধে বিশ্লেষণ করেন যে চীন মায়ানমারের সাথে ক্যাউপিউ বন্দরের উন্নতিকরনের চুক্তি সম্পাদন করেছে। এটি মূলত চিন তার সামরিক বন্দোবস্ত করার জন্য, BRI-সংযোগের ভাবনা নিয়ে, এবং কৌশল ও অর্থনৈতিক ভাবনার সাথে ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তৃতি বাড়ানোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

ASEAN ও ভারত: নিরাপত্তা ও কৌশল সংক্রান্ত সম্পর্ক

ভারত ও ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-এর মধ্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও কৌশলগত সম্পর্ক ২০২৬ সালে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬ সালকে 'ASEAN-India Year of Maritime Cooperation' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) এবং মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ (HADR) ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গভীর করা। বর্তমানে ভারত ও ASEAN-এর মধ্যে এখন একটি Comprehensive Strategic Partnership বিদ্যমান। ভারত ASEAN-কে তার 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (Act East Policy) এবং 'ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন'-এর মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করে। ২০২৬ সালে ভারত ও ASEAN সদস্য দেশগুলো দ্বিতীয় ASEAN-India Maritime Exercise (AIME) এবং দ্বিতীয় ভারত-ASEAN প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। এটি দক্ষিণ চীন সাগর এবং ভারত মহাসাগরে নৌচলাচলের স্বাধীনতা (Freedom of Navigation) নিশ্চিত করতে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। ভারতের MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) উদ্যোগের আওতায় ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো ইন্দোনেশিয়ার মতো ASEAN দেশগুলিতে পোর্ট কল (Port Call) এবং যৌথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তার পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং জলদস্যুতা রোধে দুই পক্ষই তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে উদ্যত। ভারত ও ASEAN-এর এই ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সম্পর্ক মূলত একটি 'উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক' (Free and Open Indo-Pacific) অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারত ও ASEAN এবং চীন: ভারত মহাসাগরে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ASEAN ও ভারতের ভূমিকা

ভারত মহাসাগরে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় ভারত ও আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলো কৌশলগত ও সামুদ্রিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২২তম ভারত-আসিয়ান সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬ সালকে "আসিয়ান-ভারত সামুদ্রিক সহযোগিতা বছর" (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর লক্ষ্য হল সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি এবং মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। দক্ষিণ চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের আধিপত্য রুখতে সামরিক তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। **AIME-২০২৩:** প্রথম ভারত-আসিয়ান সামুদ্রিক মহড়া (AIME) সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এই ধরণের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের আগস্টে ভারত ও ফিলিপাইন প্রথমবারের মতো দক্ষিণ চীন সাগরে যৌথ নৌ-মহড়া চালিয়েছে, যা ওই অঞ্চলে চীনের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করেছে। এছাড়া সিঙ্গাপুরের সাথে 'SIMBEX' এবং থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে নিয়মিত মহড়া পরিচালিত হয়। ভারতের 'ইন্দো-প্যাসিফিক ওশান ইনিশিয়েটিভ' (IPOI) এবং আসিয়ানের 'আউটলুক অন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক' (AOIP) নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামুদ্রিক অঞ্চল নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (IOR) ভারত নিজেকে 'নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, যার মাধ্যমে আসিয়ান দেশগুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা (HADR) এবং সামুদ্রিক জলদস্যুতা দমনে সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ভারত ক্রমাগত আসিয়ানের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে (ASEAN Centrality) সমর্থন করে আসছে। 'সাগর' (SAGAR) ডকট্রিনের আওতায় পূর্ব এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত গেটওয়ে হিসেবে আসিয়ান দেশগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য বিনিময় কেন্দ্র (Information Fusion Centre) শক্তিশালী করা হয়েছে। এই সহযোগিতামূলক পদক্ষেপগুলো মূলত দক্ষিণ চীন সাগর এবং ভারত মহাসাগরে

আন্তর্জাতিক আইন (UNCLOS) মেনে চলা ও কোনো একটি দেশের (বিশেষত চীন) একতরফা প্রভাব প্রতিহত করার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রয়াস।

ভারত ও ভারত মহাসাগর: ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে QUAD, BIMSTEC, IORA, IONS, ও USA-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা

ভারত মহাসাগরে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এবং অন্যান্য দেশসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যেমন QUAD (ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ "মিনিলেটারাল" গ্রুপ যা ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় কাজ করে। এর প্রধান উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে Indo-Pacific Maritime Domain Awareness (IPMDA), যা সদস্য দেশগুলোকে রিয়েল-টাইম সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। এছাড়া এটি সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chain) স্থিতিস্থাপকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। IORA (Indian Ocean Rim Association) ভারত ২০২৫-২৭ মেয়াদে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। এটি ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় (HADR) একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্লু-ইকোনমি এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে থাকে। BIMSTEC বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধিতে এটি কাজ করে। ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমবার BIMSTEC Maritime Security Exercise আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা সামুদ্রিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে। এটি ভারত মহাসাগরের কৌশলগত পূর্ব অংশে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট'(Act East Policy) নীতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে QUAD এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই অঞ্চলে "মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক" নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকা ফিলিপাইন ও জাপানের সাথে নিরাপত্তা জোট আরও শক্তিশালী করে পরোক্ষভাবে চীনের ওপর চাপ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগরে নিজস্ব দ্বীপ এবং সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে এরা আঞ্চলিক টহল এবং সামুদ্রিক তথ্যের আদান-প্রদান বাড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকায় রয়েছে।

উপসংহার:

পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসর পরিবর্তিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সীমানা, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, ডেটা কলোনি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের মতো রাজনৈতিক পরিসরে বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিটি স্বাধীন দেশ বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হল ভারত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক অঞ্চল। একবিংশ শতকে এ সামুদ্রিক অঞ্চল বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সংযোগ ও বাজার দখলের জন্য সামুদ্রিক ক্ষেত্র ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত স্বার্থ পূরণের জন্য চীন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আগ্রাসন নীতি, নৌসেনা মোতায়েন, নৌসেনা মহড়া ও মহাসাগরের নৈকট্য কিছু দেশগুলিতে নানান উন্নয়নমূলক সহযোগিতা টোপ, ঋণের ফাঁদ ইত্যাদি কলা-কৌশলের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। চীনের এইরকম নীতির ফলে ভারতসহ মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভারত ও আসিয়ান উভয় মিলে ভারত মহাসাগরে চীনের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক কৌশলের মাধ্যমে চীনের প্রভাব বিস্তারের মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও চীনের আগ্রাসন নীতির মোকাবিলায় QUAD, BIMSTEC, IORA, IONS, ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রয়েছে। তবে চীনের এরকম প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে ভারত

ও আসিয়ান এবং অন্যান্যদের নিরাপত্তা, কৌশল কতটা সাফল্যমন্ডিত হবে সেটা সময় ও পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির উপর নির্ভরশীল।

তথ্যসূত্র:

1. ASEAN Main Portal, ASEAN Internet website. (Nov, 2022). *Joint Statement On ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership*. Retrieved 15 September, 2023 from ASEAN website https://asean.org.
2. ASEAN-India Centre at RIS. (2014). *Dynamics of ASEAN-India strategic partnership*. Research and Informatinn System for Developing Contries(RIS), New Delhi.
3. ASEAN-India Centre at RIS. (2015). *Asian-India development and corporation report 2015*. Research and Informatinn System for Developing Contries(RIS), New Delhi.
4. ASEAN-India Centre at RIS. (2021). *ASEAN-India Economic Relations: Opportunities and challenge*. Research and Informatinn System for Developing Contries(RIS), New Delhi.
5. Harsh. V. Pant. (2022). *Indian's ASEAN challenge. Observer Research Foundatin*, New Delhi.
6. Hindustan Times. (2025, October 26). PM Modi Declares 2026 as ASEAN-India Year of Maritime Cooperation. Retrieved from https://www.hindustantimes.com
7. Ijaz Khalid, Shaukat, and Azka gul. (2017). *Indian Response to Chinese String of Pearls Doctrine*. Global Political Review.
8. Joshua T. White. (June, 2020). *China's India Ocean Ambitions: Investment, Influence, and Military Advantage.* The Brookings Institution Press, Washington .D.C.
9. Ministry of External Affais. (September, 2023). *Prime Ministers Partnership in the 20th ASEAN-India*. PIB.
10. Nagesh Kumar, Mukul G. Asher, Rahul Sen. (2006). *India- ASEAN economic relations: meeting the challenge of globalisation*. Institute of Souteast Asian Studie.
11. NDTV News. (2023). *What PM Modi said on India-ASEAN comprehensive strategics partnership*. PTI.
12. Nehginpao kipgen. (2020). *India-ASEAN relations: the initiative success and challenges.* Taylor & Francis Group.
13. Niranjan Marjani. (2022). *India-ASEAN elevating ties to a comprehensive strategic partnership*. The diplomat.
14. Pankaj Jha. (2022). *Building in the ASEAN comprehensive strategy partnership*. Modern diplomacy.
15. Pankhuri Gaur. (2021). *ASEAN-India vision 2020: working together for a shared prosperity*. Research and Informatinn System for Developing Contries(RIS), New Delhi.
16. Prabir De. (2023). *Thirty years of ASEAN-India relations: Towards indo pacific*. kw publishers.
17. Rahul Ray Chaudhury. (2018). *Strengthing Maritime cooperation and Security in the Indian Ocean*. Internatinal institute for Strategic Studies, Singapore.
18. Rathindra Kuruwita. (2022). *India and ASEAN upgrade their Partnership*. The Diplomat Magazine.
19. Reuters Staff. (January, 2018). *India -ASEAN leaders Agree to Boost time corporation.*
20. Sage Journals. (2023). *India -ASEAN Relations: the utility and limits of a norm based Approach*. Sage Journals.
21. Sudhir Devare. (2005). *India and Southeast Asia: Towards Security Convergence*. Researchgate.net website.

22. Syed Sabreena Bhukhari. (July, 2021). *Decoding China's ambitions in the Indian Ocean: analysis and implications for India*. Researchgate.net website.

23. Tarun Chabbra, Rush Doshi, Ryan Hass, & Emilie Kimball. (2021). *Global China: Accessing China's Growing Role in the world*. The Brooking Institution Press, Washinton D.C.

24. The Economics Times. (2023). *India-ASEAN agree to deepen comprehensive strategic partnership with concrete actions*. PTI.

25. The Wire. (2022). *India-ASEAN Countries Vow Comprehensive Strategic Partnership.*

26. William T. Tow, Chin Kin wah. (2009). *ASEAN-India Australia: towards closer engagement in a new Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.